নানা রঙের জীবন

[জীবন সফরের দীপ্তময় পদচিহ্ন]

বই	**নানা রঙের জীবন**
লেখক	শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি
অনুবাদ	মুস্তাজাব খলিল
সম্পাদনা	সালমান মোহাম্মদ
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

নানা রঙের জীবন

[জীবন সফরের দীপ্তময় পদচিহ্ন]

ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অর্পণ

আম্মাজান, যার পঠন দেখে পাঠক হতে চেয়েছি
এবং আজও চেষ্টা করে যাচ্ছি;
আব্বাজান, যার লেখনী দেখে হৃদয়কোণে লেখক
হওয়ার বীজ বুনেছিলাম সেই শৈশবে

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর এই সভ্যতায় আমাদের জীবনযাত্রা, আমাদের বেড়ে ওঠা। জীবন পরিচালনায় আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতি, পশ্চিমা মানসিকতা, ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত পশ্চিমা জীবনদর্শনের ফলে দুনিয়ার মোহে পড়ে ভুলে গেছি আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গন্তব্য।

আমাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিবেক রয়েছে বলেই আমরা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে ভিন্ন, অন্য সৃষ্টির চেয়ে আমরা শ্রেষ্ঠ। আমরা মানুষ। মানুষ বলেই আমরা ন্যায়-অন্যায় বুঝি। আমরা খুন-ধর্ষণের বিচার চাই। চাই সামাজিক নিরাপত্তা, বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা। স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হই।

রাস্তায় কিছু কুকুর একত্র হয়ে নিপীড়নবিরোধী সমাবেশ করছে, কখনো কি এমন হয়েছে? আমরা যে কুকুর বা ভেড়ার মতো শুধুই একটা প্রাণী নই, বুঝতে পারছেন? আমরা অনন্য। আমরা মানুষ। আর মানুষমাত্রই আপনাকে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন নিজেকে করতে হবে—

১. কোথা থেকে আমার এই অস্তিত্ব?

২. আমার এই অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী?

৩. আমার গন্তব্য কোথায়?

এই গ্রন্থে আরবের বিখ্যাত লেখক ও পৃথিবীখ্যাত দায়ি সুন্দর ভাষাপ্রয়োগে, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে। পড়ুন, 'নানা রঙের জীবন' আর ভাবুন নিজেকে নিয়ে...

বইটি অনুবাদ করেছেন নবীন অনুবাদক মুস্তাজাব খলিল। যদিও এটি তার প্রথম অনুবাদ; কিন্তু প্রথম হিসেবে অনুবাদ যথেষ্ট সাবলীল ও সুন্দর হয়েছে। আল্লাহ তার এ খেদমত কবুল করুন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতি দান করুন।

বইটি সম্পাদনা ও বানান সমন্বয় করেছেন সালমান মোহাম্মদ। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তার এ খেদমত কবুল করুন।

বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করতে আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি হয়নি; কিন্তু মানুষ ভুল, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অসতর্কতাবশত ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষাপ্রয়োগে জটিলতা বা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে সকল ব্যাপারে আমাদের অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৯ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার একনিষ্ঠ সাহাবিগণ ও পরিবার-পরিজনের প্রতি।

উভয় জাহানে চির মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হলো বিনম্রচিত্তে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। তাঁর আনুগত্যে নিজেকে কুরবান করে দেওয়া এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে পথে অটল অবিচল থাকা।

কিন্তু আমরা এগুলো ভুলে গেছি। ভুলে গেছি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের সৃষ্টির রহস্য। কী আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? কোথায় আমাদের গন্তব্য?

এই গ্রন্থটি আরবি *রিহলাতু হায়াতিন*-এর বাংলা অনুবাদ। আরব বিশ্বের প্রখ্যাত দায়ি ও সুলেখক ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফির অন্যতম পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে লেখক হৃদয়ের আকুতি, কুরআন-হাদিস এবং চমকপ্রদ ঘটনার মাধ্যমে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে সকল শ্রেণির পাঠক উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

‘নানা রঙের জীবন’ আমার প্রথম প্রকাশিত অনুবাদগ্রন্থ। আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই **মুহাম্মদ পাবলিকেশন**-এর স্বত্বাধিকারী লেখক ও অনুবাদক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান ভাইকে। তিনি আমার মতো নবীন অনুবাদকের বই প্রকাশ করতে আন্তরিকতার হাত বাড়িয়েছেন।

বইটি প্রকাশযোগ্য করে তোলার পেছনে বিশেষ শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন সম্পাদক সালমান মোহাম্মদ, আমি তার আন্তরিকতায় কৃতজ্ঞ ও চিরঋণী।

তা ছাড়া বইটির প্রকাশে যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ প্রত্যেকের প্রচেষ্টা অনুযায়ী জাযা দিন এবং বইটিকে মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী করুন এবং পরকালে আমাদের নাজাতের অসিলা বানান। আমিন।

—মুস্তাজাব খলিল

মুদাররিস, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া
মদিনাতুল উলুম, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

সূচিপত্র

নাস্তিকদের সঙ্গে বিতর্ক	১৫
আল্লাহ ছাড়া আরও প্রতিপালকের অস্তিত্ব আছে কি?	২৩
কয়েকজন খ্রিষ্টান বন্ধুর সাথে আলাপ	৩১
ইসলাম কি অস্ত্রের জোরে বিস্তার লাভ করেছে?	৪১
নবিজির মুজিজা	৪৮
অহংকার এবং প্রবঞ্চনা কুফরির দিকে নিয়ে যাবার একটি পথ	৫৪
দৃষ্টি অবনত রাখা : প্রভুর দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ	৬২
গাধার চালক যখন খলিফা	৭০
উচ্চাকাঙ্ক্ষা	৭৭
প্রবল ইচ্ছাশক্তি মেঘমালাও স্পর্শ করতে পারে	৮২
সফলতা যখন পদচুম্বন করল	৮৭
আশা-নিরাশার দোলাচলে	৯৪
জাহাজের আরোহীরা	১০২
বীরত্বপূর্ণ এক নারীর গল্প	১০৮
সুফিয়ান সাওরি যখন বিতাড়িত	১১৪
খাবার হালাল করো	১২১
উম্মাহ গোনাহ করতেও বাধ্য হয়	১২৮
কত 'কিরাত' আমরা হাতছাড়া করি!	১৩৩
আলেমগণের সম্মান	১৩৯
ইমাম আবু হানিফা রহ. যোগ্য উত্তরসূরি গড়ার কারিগর	১৪৫
স্পেনের ছাত্র	১৫২
আমরা এবং আমাদের পরিবেশ পরিবর্তন করার কেউ আছে কি?	১৬০
জান্নাতি নারীদের সরদার	১৬৮
এক গুপ্তচরের গল্প	১৭৩
জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকো	১৮১

মন্দ বিস্তারকারী হয়ো না ১৮৭
ফকিহ্ চোর ১৯৫
শুধু আল্লাহর জন্য যে ত্যাগ করে ২০৪
সাহাবির প্রেম ২১১
লেখক পরিচিতি ২১৭

নানা
রঙের
জীবন

নাস্তিকদের সঙ্গে বিতর্ক

প্রসঙ্গটি আমরা বিস্ময়কর এক ঘটনা দিয়ে শুরু করছি। এই ঘটনায় আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের বিরুদ্ধে একধরনের প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। এই ঘটনার আলোকে আমরা বিশ্লেষণ করে জানতে পারব—কীভাবে আমাদের পূর্বসূরিগণ নাস্তিকদের সঙ্গে পারস্পরিক লেনদেন এবং আচার-ব্যবহার করতেন? আরও যে প্রশ্নগুলোর এরকম উত্তর আমরা জানতে পারব, তা হলো—

পূর্ববর্তী যুগেও কি সংশয়বাদী বা নাস্তিক্যবাদীদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল?

আমাদের পূর্বসূরিগণ কীভাবে তাদের সঙ্গে বিতর্ক করতেন?

বাস্তবিক অর্থে আজও কি তাদের অস্তিত্ব টিকে আছে?

যদি থাকে তাহলে কীভাবে আমরা তাদের সঙ্গে বিতর্ক করব?

এই উত্তরাধুনিক কালে অনলাইন বা ইন্টারনেট হলো সমকালীন নাস্তিক বা ধর্মবিদ্বেষী সংশয়বাদীদের বিচরণের মূল জায়গা, এটিই তাদের বক্তব্য উপস্থাপন এবং কিছু আয়-উপার্জনের বাস্তব ক্ষেত্র। সুতরাং কখনো কোনো প্রয়োজনে কীভাবে আমরা তাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের থেকে বর্ণিত ঘটনা প্রয়োগ করতে সক্ষম হব? তাদের এই বিচরণক্ষেত্রে প্রবেশ করা, তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করা কি আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে? কীভাবে মানুষ শক্তভাবে তাদের প্রতিহত করার জন্য শরয়ি প্রমাণাদি একত্র করতে সক্ষম হবে? এ জাতীয় আরও অনেক প্রশ্ন সামনে রেখে জানব এই ঘটনাটি

একদা ইমাম আবু হানিফা রহ. সুমানীয় এক গোত্রের সঙ্গে বিতর্ক করেন। সুমানীয়রা ছিল নাস্তিকতায় বিশ্বাসী। তারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বলত, 'নিশ্চয় বিশ্বজগৎ আকস্মিক সৃষ্টি হয়েছে। এই অসংখ্য তারকাবিশিষ্ট আকাশ, সমুদ্র, তরঙ্গমালা এবং এই গিরিপথ—সবকিছুই আকস্মিক সৃষ্টি হয়েছে।' ক্রমে যখন তাদের

কার্যক্রম ও আলোচনা-সমালোচনা বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন ইমাম আবু হানিফা রহ. তাদের এক গোত্রের সঙ্গে বিতর্ক-অনুষ্ঠান আয়োজন প্রকল্পে তাদের সাথে আলোচনায় বসেন। বিতর্ক শুরু হয়ে দীর্ঘসময় পর্যন্ত চলতে থাকল। এক দীর্ঘ বিতর্কের পর তিনি তাদের সাথে পরবর্তী দিন বাদশাহর উপস্থিতিতে বিতর্ক পরিসমাপ্তির ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন।

অতঃপর পরবর্তী দিন অনুষ্ঠানে ইমাম আবু হানিফা রহ. দেরি করে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। গোত্রের মুসলিম ও সংশয়বাদী উভয় গ্রুপের লোকজনসহ যথাসময় বাদশাহ উপস্থিত হলো। ইমাম সাহেবের দেরি দেখে মুসলিমদের কপালে পড়ল চিন্তার ভাঁজ। সংশয়বাদী পক্ষ নানা কটুকথা বলতে লাগল। বিদ্রুপ করে বলতে লাগল, কোথায় আবু হানিফা? কোথায় তোমাদের আলেম? সে তো দেরি করে ফেলেছে। নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে পালাবে। বড় গলায় তার প্রশংসা করে তোমরা বলে থাকো, সে তোমাদের অনুসৃত ব্যক্তি, অথচ সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

এদিকে ইমাম আবু হানিফা রহ. ইচ্ছা করেই দেরিতে অনুষ্ঠানে আগমন করেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আপনি দেরি করলেন কেন? অথচ আপনিই তো বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা অস্তিত্বশীল, তাকে আপনারা ভয় করেন এবং নিশ্চয় তিনি আপনাদের হিসাব নেবেন। সেসব কথার বাস্তবতা এখন কোথায়? আপনি নিজেই তো সেসবের তোয়াক্কা করেন না দেখছি!

তাদের এ ধরনের প্রশ্নে ইমাম সাহেব ঘাবড়ালেন না। উত্তেজিতও হলেন না; বরং তিনি খুব স্বাভাবিক ও শান্ত ভঙ্গিতে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, লোকসকল, তোমরা আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। বাস্তবতা না জেনে ধারণামূলক সন্দেহে পতিত হয়ো না। আমি সময়মতো অনুষ্ঠানে বাদশাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য নদীঘাটে এসেছিলাম; কিন্তু ওখানে এসে নদী পার হওয়ার মতো কোনো নৌযান পাচ্ছিলাম না।

এইটুকু বলে শেষ করতেই তারা উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে বসল, তাহলে কীভাবে পৌঁছলেন এখন?

তিনি বললেন, অলৌকিক এক ঘটনার অবতারণা হয়েছে।

সকলেই একসাথে জিজ্ঞেস করল, কী সেই ঘটনা?

তিনি বললেন, আমি নদীর পাড়ে এসে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। হয়তো আল্লাহ তাআলা অতি দ্রুত কোনো নৌকা মিলিয়ে দেবেন, যাতে এখানে পৌঁছতে আমার দেরি না হয়ে যায়; কিন্তু আমার সেই আশা গুঁড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাস শুরু হলো। তারই সাথে আকাশ থেকে ভীষণ বজ্রাঘাতও শুরু হয়ে গেল।

এমন ভয়ংকর অবস্থা তৈরি হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, এই বজ্রাঘাতে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে যেকোনো সময়। এরপর হঠাৎ করেই আমার পাশে এমন একটি গাছে এমনই একটি বজ্রআঘাত করল। সাথে সাথে গাছটি দু-ভাগ হয়ে গেল। যার অর্ধাংশ স্থলে এবং অবশিষ্টাংশ জলে পড়ল। এরপরই কোত্থেকে যেন একটি লোহার টুকরাও চলে এলো। আমি জানি না, হঠাৎ কোত্থেকে এলো সেটি।

এরপর একটি ডাল লোহার টুকরার ভেতর অবলীলায় ঢুকে সেটি কুড়ালে পরিণত হলো। তারপর যা হলো, শুনলে যে কেউই বিস্মিত হবে। কুড়ালের মাধ্যমে আপনা-আপনিই কঠোর দুটো তক্তার মাধ্যমে একটি নৌকা তৈরি হলো। ডালের দুটো শাখা কীভাবে কীভাবে সুন্দর দুটি বৈঠায় রূপ নিলো। তারপর নিজে নিজেই একটি বৈঠা নৌকার ডান দিকে অপরটি বাম দিকে স্থাপিত হয়ে গেল।

এরপর নৌকায় আমি উঠে বসলে আপনা-আপনিই দাড় টানা শুরু হলো। আর এভাবেই দেরিতে হলেও তোমাদের এখানে এসে পৌঁছলাম। তো, বাদ দাও ওসব, এসো, 'নিখিল বিশ্ব এমনিতেই সৃষ্টি হওয়া-না-হওয়া নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি।

ইমাম সাহেবের মুখে এই ঘটনা শুনে উপস্থিত লোকদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তারা শুধু অবাকই হলো না, বরং হতবাক হয়ে গেল। ধাতস্থ হয়ে প্রথমেই তারা চিৎকার করে বলে উঠল, এই থামুন! থামুন!! একটু থামুন!!!

আলোচনা শুরু করার আগে বলেন, আপনি সুস্থ আছেন, না পাগল হয়েছেন!

ইমাম সাহেব ধীর-স্থির হয়ে নিঃসংশয়ে জবাবে বললেন, অবশ্যই অমি পূর্ণ সুস্থ আছি।

এবার তারা বলতে শুরু করল, এটি যুক্তিসংগত কথা হলো? পরিপূর্ণ একটি নৌকা কোনো মিস্ত্রি ছাড়া, কোনো প্রচেষ্টা ব্যতীত এমনিতেই তৈরি হয়ে গেল? যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, বজ্রাঘাতের ফলে গাছটি দু-টুকরো হয়ে এক টুকরো জলে আরেক টুকরো স্থলে পড়েছে। তারপরও একটি নৌযান তৈরির জন্য অবশ্যই একাধিক মিস্ত্রির প্রয়োজন পড়বে। কেউ কুড়াল দিয়ে কাটবে, কেউ করাত দিয়ে চিরবে, কেউ পাল স্থাপন করবে এবং কয়েকজন মিলে দাড় টানবে। আর (আপনার কথামতো) এই তাবৎ কর্ম সম্পাদন করে নৌযানটি এমনি এমনি হয়ে গেল?

অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন শুনে ইমাম সাহেব কি হাসলেন মনে মনে! তাদের থেকে কি এমন প্রশ্ন শোনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ! তাদের প্রশ্ন শেষ হতেই তিনি তড়িৎ গতিতে বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! তোমরাই তো বলে থাকো, আকাশ, জমিন, পাহাড়, সমুদ্র, মানুষ, প্রাণী, চন্দ্র, সূর্য এবং তারকারাজি—সবকিছু এমনিতেই সৃষ্টি

হয়েছে। অথচ সামান্য একটি নৌকা এমনিতেই তৈরি হয়েছে যখন বললাম আমি, তখন সেই তোমরাই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না?

অবিশ্বাসীরা কোথায় মার খাবে, ইমাম সাহেবকে আটকাতে গিয়ে উল্টো কোন কথায় নিজেরাই আটকে যাবে, তাদের ধারণাও ছিল না। ফলে ইমাম সাহেবের পাল্টা প্রশ্নে তারা নির্বাক হয়ে পড়ল। হতভম্ব হয়ে নীরব নিশ্চুপ হয়ে গেল। মাথা উঁচু করে বলার মতো কোনো কথা আর তাদের মগজে এলো না। বস্তুত তারা তো নিজেদের ওপর নিজেরাই। অত্যাচার করে আর নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

প্রিয় পাঠক, পরিতাপের বিষয় হলো, নাস্তিকতা ইউরোপে উৎপাদিত হলেও তা খুব সুন্দরভাবে আজ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হয়তো ইউরোপ থেকে এর উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভব হবে না। কেননা, সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ধর্মবিমুখ। কারণ, তাদের ধর্মবিশ্বাস হলো—'আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালামকে ছেলে হিসাবে গ্রহণ করেছেন।' অথচ এই বিশ্বাস পুরোপুরি যুক্তির পরিপন্থী। এর পাশাপাশি তারা—বিশেষত তাদের যুবকশ্রেণি—ধর্মীয় বিধিবিধানের কোনো তোয়াক্কা না করে অবাধ যৌনতায় লিপ্ত রয়েছে। আর ধীরে ধীরে তাদের সমাজের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ নাস্তিক্যবাদে প্রবেশ করছে; কিন্তু কেন? কারণ, তারা যা ইচ্ছা করতে চায়, ইচ্ছে হলে অন্যায়, অপকর্ম ও পাপকর্মে লিপ্ত হতে চায়। ইচ্ছে হলেই মদপানে বুঁদ হতে চায়, অবাধ যৌনতায় লিপ্ত হতে চায়, ইচ্ছেমতো পানাহার করতে চায়; যখন ইচ্ছা ঘুমাতে চায় আবার যখন ইচ্ছা জাগ্রত হতে চায়। আর যখন কোনো কল্যাণকামী তাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, তাকে সৎপথের দিকে, সিরাতুল মুসতাকিমের দিকে ডাকে, তাদের জানাতে চায় যে, এটা হারাম, এটা করো না, নচেৎ আল্লাহ তাআলা পরকালে শাস্তি দেবেন; তোমার কাজটা বৈধ নয়, পরকালে এর জন্য তুমি গ্রেফতার হবে। তখন তারা এই বিধি-নিষেধের সীমা থেকে নিষ্কৃতিলাভের একটি রাস্তাই অবলম্বন করে, তা হলো, আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাস্তিক্যবাদ গ্রহণ করা, এভাবেই তারা পরিপূর্ণ একজন নাস্তিকে পরিণত হয়।

ইউরোপে নাস্তিক্যবাদ প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১০ বছর[১] আগের কথা। তখন আমি ইউরোপের কোনো একটি দেশে অবস্থান করছি। খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দেশ বলে সর্বত্রই ক্রুশের শিক্ষা বিরাজমান। প্রতিটি স্থানে গির্জা রয়েছে। রাস্তাগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ ইসা আলাইহিস সালামের ভাস্কর্য লক্ষ করা যায়। (যদিও ভাস্কর্যের এই রূপ সম্পূর্ণ

[১] বইটি লেখার সময় থেকে দশ বছর আগে। এখন থেকে নয়।